R N. No. 2532/57 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৩৭শ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা চৈত্র বুধবার, ১৩৮৭ সাল
১৮ই মার্চ ১৯৮১ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

শিক্ষামন্ত্রীর জেলায় অবৈতনিক শিক্ষাকে কোতল করার চেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা : ছাত্রটির নাম শ্রীকান্ত মাঝি। সোনাটিকুড়ি প্রাথমিক স্কুল থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে এ বছর শ্রীকান্তবাটী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য সে গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ নাকি তার ভর্তি বাবদ চেয়েছিলেন তিরিশ টাকা। পরে সে অংক বেড়ে দাঁড়ায় সত্তরে। শ্রীকান্তর পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। ফলে সে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হতে না পারায় পড়াশুনোয় ইতি টেনেছে। এ রকম চারটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আপাততঃ আমাদের হাতে রয়েছে। এরা বহু কষ্টে ঐ বিরাট অংকের টাকা জোগাড় করে ঐ স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় অভিযোগকারীদের নাম আপাততঃ অপ্রকাশিত রইল। জঙ্গিপুর শহরের একটি স্কুলের ঘটনা আরও বিচিত্র। নবম শ্রেণীতে অনুত্তীর্ণ জনকয় ছাত্রকে বিশেষ কিছু উপঢৌকন প্রাপ্তির বিনিময়ে দশম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য টি সারটিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে ঐ স্কুল থেকে। তারাও ভিড় করেছিল শ্রীকান্তবাটী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য। মোটা অংকের টাকা দাবী করা হয়েছিল সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে। তারা তা দিতে পারেনি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। পড়ার প ঠ তারা চুকিয়ে দিয়েছে। এ সব ঘটনা এ বছরকারই, যখন বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করে দুর্নীতিমুক্ত করতে তৎপর হয়েছেন। সরকারী সিদ্ধান্তে শিক্ষাকে গণমুখী করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষাকে প্রসারিত করতে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে শিক্ষকও। ঠিক তখনই মাধ্যমিক শিক্ষা ক্রমশঃ সংকুচিত হতে চলেছে। শিক্ষক কমেছে। সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে দুর্নীতি আর অনাচার।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অবহেলিত সাবসেনটার

সংবাদদাতা, বালিয়া (সাগরদীঘি) : সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০৯০৫ জন অধিবাসীর দুর্দশার কথা চিন্তা করে ২৪নং সাবসেনটারটি বালিয়ায় স্থাপন করা হয়। ৮৩২টি পরিবারের ৪৮৪৯ জনকে সুচিকিৎসা ও পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনায় পরামর্শ দানের জন্য পাঁচজন সি এইচ ভি এবং একজন স্বাস্থ্যকর্মীকে নিয়োগ করা হয়। পঞ্চায়েতের কোথাও চিকিৎসালয় না থাকায় সাবসেনটারটিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভেবে রোগ নিরাময়ের আশায় অশিক্ষিত ও দরিদ্র গ্রাম্য জনসাধারণের ভিড় দেখা যায়। কিন্তু যখন শোনে এই কেন্দ্রে ম্যালেরিয়া, ডিপথেরিয়া, কলেরা, ধনুষ্টঙ্কার, হুপিং কফ, বসন্ত ইত্যাদি রোগ প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। গর্ভবতী মায়েরাও ইনজেকসন নিতে এসে ফিরে যান। কর্মীদের ভাগ্যে জোটে গালিগালাজ। পথেঘাটে তাঁরা হন লাঞ্ছিত, অপমানিত। অথচ ১৯৭৮ সালের বন্যায় এই কেন্দ্রের কর্মীদের প্রচেষ্টায় ৯৯% গ্রামবাসী ছিলেন সুস্থ। ১৯৮০-৮১ সালে ৯৫% দম্পতি স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এই কেন্দ্র থেকে। সর্বোপরি সাগরদীঘি

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দোলে তিনটি থানায় কড়া নজর

নিজস্ব সংবাদদাতা : শুক্র ও শনিবার হোলি উৎসবে শান্তিরক্ষার ব্যাপারে মুরশিদাবাদের ছ'টি থানাকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এই থানাগুলির মধ্যে আছে লালগোলা, বেলডাঙ্গা, রঘুনাথগঞ্জ, সামসেরগঞ্জ, সুতি এবং রাণীনগর। জেলা পুলিশ প্রশাসনের এক মুখপাত্র জানান দোলের দু'দিনে যে কোন রকম বিশৃংখলা কঠোরভাবে দমন করার জন্য মহাকরণ থেকে জরুরী হুঁশিয়ারী এসেছে। এর জন্য অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্সও মোতায়েন রাখা হয়েছে। তিনি জানান—এবারে গোলমাল হবার আশঙ্কা কম। তবু কড়া নজর রয়েছে রাণীনগর, সামসেরগঞ্জ ও লালগোলার উপর।

কালেকটরীতে গণছুটি

নিজস্ব সংবাদদাতা : আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য ডিসেম্বর মাসে তিনদিনের কাটা মাইনা প্রদানের দাবীতে গত বুধবার বহরমপুরের কালেকটরীর কর্মীরা গণছুটি নেন। ফলে অফিসের কাজকর্ম অচল হয়ে পড়ে। কর্মীরা কালেকটরীর সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারী ষ্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের ত্রাণমন্ত্রী কাটা মাইনা ফেরত দেবার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তা ফেরত দেওয়া হয়নি।

জলপাইগুড়ির চুরির কিনারা সুতির গ্রামে

অরঙ্গাবাদ, ১২ মার্চ—জলপাইগুড়ি পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে সুতি পুলিশ গতকাল রাত্রে এই থানার হোসেনপুর গ্রামে একটি বাড়ীতে হানা দিয়ে অপহৃত ১৮ ভরি সোনার ও প্রচুর রূপার গহনা এবং নগদ তিন হাজার টাকা উদ্ধার ও আটক করেছে। গৃহস্বামীকে গ্রেপ্তার করা

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শাস্তি : কেশচ্ছেদ

জঙ্গিপুর : মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনে সাহায্য করার সময় জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিকের একজন ছাত্র হাতেনাতে ধরা পড়লে শাস্তি-স্বরূপ প্রধান শিক্ষক তার 'চুল কেটে' নেন। ধৃত ছাত্রটি হাতে পায়ে ধরে শেষে মুক্তি পায়। অভিনব এ ঘটনাটি ঘটেছে মাধ্যমিকের অংক পরীক্ষার দিন জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রে।

শাস্তি : বহিষ্কার

নিজস্ব সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও অধ্যাপকদের সঙ্গে অশালীন আচরণের দায়ে জঙ্গিপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র অনাথবন্ধু বড়ালকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আইন ভেঙ্গে গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত সোমবার ছাত্র পরিষদ ই'র কর্মীরা বামফ্রন্ট সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতি, আইন শৃংখলার অবনতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে আইন অমান্য করেন। পুলিশ এ ব্যাপারে ৬৩ জন ছাত্র পরিষদ ই কর্মীকে গ্রেপ্তার করে এবং পরে ছেড়ে দেয়। ছাত্র পরিষদ সূত্রে বলা হয়েছে, পুলিশ শান্তিপূর্ণ মিছিলকারীদের উপর নির্মম-ভাবে লাঠি চালালে কয়েকজন কর্মী আহত হন।

দাদাঠাকুর রচনা সম্ভার
দাদাঠাকুর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দাদাঠাকুর রচনা সম্ভার প্রকাশের পথে। প্রথম খণ্ড জুন মাসে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম দশ টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইবার ঠিকানা :
অনুত্তম পণ্ডিত
C/o. পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা চৈত্র বুধবার, ১৩৮৭

ফাগুনের আগুন

ঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর এলাকা এবার াল্গুনে আগুন লইয়া আসিয়াছে। ফাগুনের আগুন' বলিতে নিদ ঘ র্য্যের রুদ্রদীপ্তি ও খরতাপকে বুঝায় না। রুদ্র ভৈরবের তাণ্ডা তাহ তে নাই; সে দীপ্তি চক্ষুশীর্ণ সন্ন্যাসী নহে। এ আগুনে অগ্নিবর্ষণ ন ই। ইহার জ্বলাও নাই। তথ পি সে আগুন। বস্তুতঃ ফাল্গুনের বৃষ্টিধারাই অগ্নির ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হয়। অগ্নির দাহিকা শক্তি তাহার যদি বা নাই, ফাল্গুনের বৃষ্টি আম ফসলের সমূহ ক্ষতিসাধন করে বলিয়াই তাহাকে অগ্নি আখ্যা দেওয়া হয়।

ফাল্গুনের বৃষ্টিতে আমের মুকুল পু ড়িয়া যায় বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক অর্থে ইহা পুড়িয়া যাওয়া নহে। এই সময় আম্রমুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া পরাগ সংযোগের অপেক্ষায় থাকে। এই অবস্থায় বৃষ্টি হইলে অতি ক্ষুদ্র পরাগ-ধানীগু'লি বিনষ্ট হয় এবং তাহার ফলে আমের মুকুল শুকাইয়া ঝরিয়া যায়। ফাল্গুনের আগুন তাই ফ ল্গুনের বৃষ্টি।

রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর এলাকা আম ও লিচু ফসলের জন্য খ্যাতিসম্পন্ন। এই বৎসর ফাল্গুন মাসে আকাশ প্রায়ই করুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হইয়াছে। অল্প শিলাবৃষ্টি ও হইয়াছিল। এই প্রতিকূলতার মধ্যে আমের ফসল যে সন্তোষজনক হইবে—এমত আশা করা যায় না। আম-লিচুর মরশুমে এতদঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ রুজি-রোজগার করেন। কিন্তু আমের মুকুল বিনষ্ট হইলে সে উপার্জন মার খাইবে।

অবশ্য এখানকার সাধারণ লোকের ইহাতে ভাবনার কিছু নাই। কেন না, আম-লিচুর ফসল ভালই হউক বা মন্দই হউক, বিগত কয়েক বৎসর হইতে এখানকার মানুষ এই মধুর ফলগুলির আস্বাদনবঞ্চিত। গাছে মুকুল আসিবা মাত্রই কলিকাতার মহাজনরা বাগানে বাগানে টাকা লগ্নী করিয়া যান। আম আঁটি বাধিবা মাত্রই পাড়িয়া লইয়া কারবাইড প্রয়োগে উহাকে অকালপক্ক করিয়া রপ্তানী করা হয়। বাগান প্রহরা দিবার সময় কমিয়া যায়। আপাত-দৃষ্টিতে ইহা সুবিধাজনক বটে, তবে পরিপক্ক ফলের মধুর আস্বাদন অন্তর্হিত হয়। সুতরাং আমের ফসল যেমনই হউক, আস্বাদনকারীদের সুবিধা-অসুবিধা যাহাই হউক, এই ফসল ভাল না হইলে স্থানীয় অর্থনীতির উপর আঘাত আসিবে সত্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

টেলিগ্রাফের অব্যবস্থা

'ডাক ও তার' বিভাগের 'তার' শব্দটি ইদানীং তার নিজস্ব অস্তিত্ব বিপন্ন করে সম্পূর্ণ সত্তাহীন হয়ে কিভাবে 'ডাক' শব্দটির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে তারই বেদনাদায়ক এবং বিপদজনক সমাজচিত্র রূপায়ণের প্রয়াসেই এই পত্রের অবতারণা। আমি যেহেতু মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার অধিবাসী প্রসঙ্গতঃ সারা দেশের কথা না বলে মহকুমা তথা জেলার ডাকঘরের কথাই আমার আলোচ্য। ইদানীং ফরাক্কা থেকে সাগরদীঘি পর্য্যন্ত মহকুমার সবকটি ডাকঘর থেকেই বেলগাড়ীতে 'তার' অর্থাৎ টেলিগ্রাম যাতায়াত করছে। চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা অথবা গভীর আগ্রহ নিয়ে, জনগণের যে অংশ প্রতিদিন 'তার' ঘরের জানালায় এসে দাঁড়াচ্ছে 'তারে' সংবাদ পাঠানোর উপযুক্ত মূল্য হাতে রেখে, 'সাত খুন মাপে'র অজুহাতের মতো তারবাবুদের মুখস্থ করা কয়েকটি কথা তাদের কণকুহরে প্রবেশ করছে প্রায়ই 'টেলিগ্রাফ করছেন, কিন্তু ডাকে যাবে আর কতোদিনে, পৌছাবে বলা যাচ্ছে না ইত্যাদি.....।' এ কাহিনী নাকি প্রায় মাস ছয়েকের। কোথায় কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে অথবা হচ্ছে সে আলোচনা উহ্য রেখেও লিখি, আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে অনেক বিপন্ন মানুষের দুশ্চিন্তার মুখ, প্রবাসী পুত্র-কন্যাদের সংবাদের জন্য অনেক পিতা-মাতার অসহায় অস্বস্তি, অসুস্থ আত্মীয়-স্বজনদের সংবাদ দ্রুত না পাওয়ার বিপুল হতাশা। কারণ, কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত তারবার্ত্তার প্রয়োজন ছাড়াও সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে 'তারবার্তা'র প্রয়োজন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু আজ শহর কলকাতার সঙ্গে মহকুমার তার যোগাযোগের দূরত্ব কমপক্ষে চার-পাঁচদিনের, যে সময়সীমার মধ্যে চার-পাঁচবার ট্রেনে অথবা বাসে আসা-যাওয়া হয়ে যেতে পারে। টেলিফোন যোগাযোগও এমনই অসুস্থ যে বিকল্প ব্যবস্থারূপে সে সাহায্যও বিফল হয়ে উঠেছে। সমাজ-জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অনাচার ও অবিচারের বিষক্রিয়া যাদের প্রতিদিনের জীবন-চর্চাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, তাদের শেষ সান্ত্বনার স্থল 'ডাক ও তার' বিভাগের সততা এবং কর্মতৎপরতার এই অবক্ষয় ভীষণ বিপদজনক এবং মর্মান্তিক। বর্তমান জীবন ও জগতের সাধারণ ধর্ম হলো দ্রুতগামীতা, 'তার বিভাগ' তা'র ব্যতিক্রম কেন? মফঃস্বলের তারবাবুরা প্রায়ই ডি টি ও-কে অভিযুক্ত করে গণদেবতার রুদ্ররোষ থেকে রেহাই পাওয়ার আশায় নিজেদের ভাগ্যের দোষ দিচ্ছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, টেলিগ্রাফের তার এবং স্তম্ভগুলোর কি আদৌ অস্তিত্ব নেই? ডি টি ও'র তারবাবুদের কি কোনো নিয়ম-কানুন নেই? কোন্ রহস্যময় কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান এবং প্রতিকার করবেন কি? —বিশ্বনাথ রায়, অধ্যাপক, ডি এন কলেজ, অরঙ্গাবাদ।

১৩০ বছরের বৃদ্ধা

১৯৮১ সালের চলতি জনগণনায় আমি একজন গণনাকারী। আমার গণনা এলাকায় রঘুনাথগঞ্জ থানার ২নং ব্লকের সেকন্দরা অঞ্চলের ভাঙ্গরপাড়া গ্রামে আবিজন বেওয়া নামে ১৩০ (একশত ত্রিশ) বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধাকে আমি গণনা করেছি। আমার ধারণা—বর্তমান জনগণনায় বয়সের দিক থেকে এটি একটি রেকর্ড প্রমাণ হতে পারে। —জান মহম্মদ বিশ্বাস, জয়রামপুর।

অবহেলিত সাবসেন্টার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্লক পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনায় জঙ্গিপুর মহকুমার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অথচ সাবসেন্টারগুলি আজও অবহেলিত। এখানে না আছে বসার ব্যবস্থা, না আছে ওষুধ-পত্র রাখার সরঞ্জাম। ওষুধ তো পাওয়াই যায় না, তুলো-ব্যাণ্ডেজও মেলা ভার। এই অবস্থায় সাবসেন্টারটির পুনর্বিন্যাস করে গ্রামবাসীদের অন্ততঃ প্রাথমিক চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

উলটপুরাণ

চিন্তামণি বাচস্পতি

একদা দাদাঠাকুরের কতিপয় অনুরাগী তাঁহার সমীপে প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহার জন্মদিন পালনের অনুমতি দিতে হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সহাস্য মন্তব্য করিলেন—'ভাই, আমি জন্মদীন। আমার আবার জন্মদিন কিসের?' পরে তিনি সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন, তাঁহার নামে চাঁদা উঠিবে, তাঁহাকে মালা চন্দন পরাইয়া ধুতি চাদর দিয়া বরণ করা হইবে; আর বাকি টাকাগুলি লইয়া নানা প্রকার 'ফুর্তি' করা হইবে। ইহাতে তিনি রাজী হইতে পারেন না।

এই দাদাঠাকুরের আসন্ন জন্ম শতবার্ষিকী পালনের জন্য কলিকাতায় একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া জঙ্গিপুর মহকুমাবাসিগণও সচেতন হইয়া

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চুরির কিনারা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। জানা গেছে, জলপাইগুড়ির একটি চা বাগানের একজন ম্যানেজারের বাড়ী থেকে একটি বন্দুকসহ ওই সমস্ত জিনিস সম্প্রতি খোয়া গিয়েছিল। চোর অথবা ডাকাতদের একজনের বাড়ী স্মৃতি থানার হোসেনপুর গ্রামে। তার বাড়ী থেকে ওই সমস্ত জিনিস উদ্ধারের পর তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী স্মৃতি পুলিশ অপহৃত বন্দুক উদ্ধারের জন্য তাকে সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ি রওনা হয়েছে। পুলিশকে সে জানিয়েছে, অপহৃত অথবা লুণ্ঠিত বন্দুকটি জলপাইগুড়িতেই একটি জায়গায় মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছে।

শাস্তি : বহিষ্কার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। কলেজের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন,—ছাত্রটি টেষ্ট পরীক্ষায় একজন অধ্যাপকের স্বাক্ষর জাল করে বাইরে থেকে আনা উত্তরপত্রের সঙ্গে জুড়ে দেয়। পরে সন্দেহ হওয়ায় সে ধরা পড়ে। ধরা পড়ার পর ছাত্রটি একজন অধ্যাপককে মারধোরের হুমকি দেয়। অভিযোগের গুরুত্ব মত টীচার্স কাউনসিলের সভায় সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে অনাথকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনাথকে আরো কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

লালবাগ বান্ধব সমিতির উদ্যোগে জেলায় সর্বপ্রথম আয়োজিত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জ সেবা শিবির ক্লাবের স্বপন চৌধুরী ও অরুণকুমার সরকার ব্যান্টাম বিভাগে ৩৪০ কেজি ওজন তুলে দ্বিতীয় ও তৃতীয়, স্বাধীন ঘোষ ফেদার বিভাগে ৩২২½ কেজি ওজন তুলে প্রথম এবং হরিভজন সরকার লাইট বিভাগে ৩৬২½ কেজি ওজন তুলে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এই চারজনের দলটি চ্যামপিয়নশীপ লাভ করেছেন। জেলার বিভিন্ন ক্লাব থেকে ৩০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। রঘুনাথগঞ্জ সেবা শিবির ক্লাবের হরিভজন সরকার ও স্বপন চৌধুরী এ বছর জুনিয়র বেঙ্গল পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

আবার বেআইনী হলার

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ মার্চ—এই থানার বাজালা গ্রামের সায়েদ সেখের বেআইনী হলারটি সীল করা হয়েছে। বিনা লাইসেন্সে সেটি চালানো হচ্ছিল বলে এনফোর্সমেন্ট পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

কেশশিল্পী সমিতির সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা: এই প্রথম ফরাক্কায় কেশশিল্পীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পীদের সমিতি আর এস পি নয়ন্ত্রিত। দলের উপস্থিত বক্তারা বলেন, কেশশিল্পীরা সমাজবন্ধু বলে পরিচিত। কিন্তু তঁরা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এখনও শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত। তাঁদেরকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পৌরোহিত্য করেন রামকুমার নিয়োগী।

রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা

নেহেরু যুবকেন্দ্রের উদ্যোগে ২৮ ফেবরুয়ারি লালবাগের খোসবাগ রোড থেকে নবগ্রাম হাই স্কুল পর্যন্ত ২০ কিমি রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ৬৮ জনের মধ্যে ৫৫ জন প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ করেন। ৪১ জন নির্দিষ্ট সময়ে দূরত্ব অতিক্রম করেন। গোপাল পাল (১ ঘ: ১০ মি:) রক্ষাকর ঘোষ (১ ঘ: ১১ মি:) ও শিবপ্রসাদ ঘোষ (১ ঘ: ১১ মি: ৩৫ সে:) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার দুঃস্থ এবং সংগতিহীন নাট্য, সঙ্গীত বা চিত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান মঞ্জুর প্রকল্প ১৯৮০-১৯৮১

সরকারী উক্ত অনুদান পাইতে ইচ্ছুক উপরোক্ত সংস্থাগুলিকে নিম্নলিখিত বিষয় আগামী ২২।৩।৮১ তারিখের মধ্যে নিজ নিজ আবেদন পত্র জেলা তথ্য আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ এর নিকট বিবেচনার জন্য পাঠাইতে হইবে।

১। সংস্থাটি কোন সালে স্থাপিত হইয়াছে।

২। সংস্থাটি অবশ্যই রেজিষ্ট্রিকৃত হইতে হইবে। রেজিষ্ট্রিকৃত সার্টিফকেট এর অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে।

৩। যে বিশেষে প্রকল্প-এর জন্য অনুদান চাইছেন; তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। আর আনুমানিক আর্থিক (অনূর্ধ এক হাজার) পরিমাণ জানাইতে হইবে।

৪। ইতিপূর্ব কোন সরকারী সাহায্য পেয়েছে কিনা? এবং পেয়ে থাকলে তাহার বিশেষ বিবরণ জানাতে হবে।

৫। পূর্বে প্রাপ্ত সরকারী সাহায্যের সর্বশেষ পরীক্ষিত ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

কৃষি সংবাদ

বোরো ধানে মাজরা পোকা প্রতিরোধ

মাজরা পোকা বোরো ধানের প্রধান শত্রু। সাধারণতঃ মাঘের শেষ থেকে এদের আক্রমণ শুরু হয়। শতকরা পাঁচটি বা তার বেশী পাশকাঠি মাজরা পোকায় আক্রান্ত দেখলে অথবা প্রতি একশতটি গাছে দুটি মাজরা পোকার মথ (প্রজাপতি) বা ডিমের গাদা দেখা গেলে কীটনাশক ঔষধ দিন। নিয়মিতভাবে সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার ক্ষেত ঘুরে দেখুন।

দানাদার ঔষধ বোরো ধানে মাজরা দমনে দ্রুত কাজ করে। নীচের তালিকা অনুযায়ী যে কোন একটি ঔষধ ব্যবহার করুন।

দানাদার ঔষধের নাম		প্রতি একর জমিতে ঔষধের পরিমাণ (কেজি)
থাইমেট	১০ জি	৫ কেজি
ফিউরাডান	৩ জি	৭ কেজি
একালাক্স্	৫ জি	৮ কেজি
থায়োডান	৪ জি	১২ কেজি

দানাদার ঔষধ ছড়ানোর পর থেকে ৫-৭ দিন ক্ষেতে ছিপছিপে জল ধরে রাখবেন।

ধানে থোড় আসার পর আর দানাদার ঔষধ দেবেন না। নীচের তালিকা অনুযায়ী যে কোন একটি তরল ঔষধ প্রয়োগ করুন।

ঔষধের নাম		প্রতি লিটার জলে ঔষধের পরিমাণ (মিলিঃ লিটার)	প্রতি একরের জন্য ৩০০ লিটার জলে ঔষধের পরিমাণ (মিলিঃ লিটার)
ডিমেক্রন	১০০ শতাংশ	আধ	১৫০
মেটাসিড		এক	৩০০
একালাক্স্	২৫ শতাংশ	দেড়	৪৫০
থায়োডান	৩৫ শতাংশ	দুই	৬০০

গাছের বাড় অনুযায়ী একর প্রতি ২৫০ ৩০০ মিলিঃ লিটার ঔষধগোলা জল ব্যবহার করুন।

আরো পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি, মুর্শিদাবাদ।

উলটা পুরাণ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

উঠিলেন, নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন এবং ঘটা করিয়া উৎসব করিবার জন্য এক বিশাল কমিটি গঠন করিয়া ফেলিলেন।

তাহার পর প্রায় একাদশ সপ্তাহ অতিবাহিত। শুভ দিনটি আসিতে আর ছয় সপ্তাহ মত বাকি। এবং বহ্বাড়ম্বরে লঘু ক্রিয়ার প্রবাদকে টপকাইয়া সকল ক্রিয়া পণ্ড হইতে চলিয়াছে। কাগজে দুই ছত্র বিজ্ঞাপন দিয়া মহকুমাবাসীকে বিষয়টি জানাইবারও অবকাশ হয় নাই।

অবশ্য আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ঘষিয়া যে তাজ্জব কাণ্ড বাধানো যাইবে না তাহা নহে। উৎসবের আতিশয্যে হয়ত শহরবাসীদের ভূমি খাইতে হইবে। আগে সেই দিনটা আসুক! কিন্তু দাদাঠাকুরকে লইয়া অত জৌলুস কি সহ্য হইবে?

পরন্তু, যঁহার শাণিত বাক্যবিক্রম ও অনাড়ম্বর জীবন একদিন আপন মহিমায় জ্বলিতে থাকিয়া সময় সম্বন্ধে বেহিসাবী, বাক্যজবাব, অলস লোকগুলিকে একটা তীক্ষ্ণ চমক দিয়া চেতন করিতে চাহিয়াছিল সেই দাদাঠাকুরের জন্য আড়ম্বর শূন্য, বিভ্রম, সর্বজনীন অনুষ্ঠান দেখিতে আগ্রহী। এমন দিন কি হবে, দাদাঠাকুর?

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

বাণীপুর, ১৬ মার্চ—গত ১৫ মার্চ ভোরে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে আপ ৩৪৭ নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ধাক্কায় মঙ্গলজনের তাজেমা বেগম (১৪) নামে এক বালিকার মৃত্যু হয়। বালিকাটি ষ্টেশনে কয়লা কুড়াচ্ছিলো।

সম্পাদকের মাতৃ বিয়োগ

জিয়াগঞ্জ থেকে প্রকাশিত বালুচর পত্রিকার সম্পাদক সুবীর বোথরার মা তারাকুমারী বোথরা সম্প্রতি তাঁর জিয়াগঞ্জের বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

যাত্রানুষ্ঠান

জঙ্গিপুর, ১৭ মার্চ—গত ১৪ ও ১৫ মার্চ বাসন্তীতলা ক্লাব ময়দানে আমরা ক'জন নাটা সংস্থার পরিচালনায় সঞ্জীবন দাস রচিত গিরিয়া যুদ্ধের পটভূমিকায় 'আবীর ছড়ানো মুর্শিদাবাদ' ও নির্মল মুখোপাধ্যায় রচিত 'কলঙ্কিনী কেন কঙ্কাবতী' পালা দুটি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্বেও উক্ত সংস্থা যাত্রাপালা প্রদর্শন করে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন।

আভা মাইতি সরকার ভাঙ্গার বিরোধী

নিজস্ব সংবাদদাতা: জনতা দলের রাজ্য শাখা পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টকে গদিচ্যুত করার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ ধরনের আওয়াজ গণতান্ত্রিক সংবিধানের ঘোরতর পরিপন্থী—প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি আজ রঘুনাথগঞ্জে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন। শ্রীমতী মাইতি রাজ্য জনতার সভানেত্রী।

আভাদেবী বলেন, সারা দেশ জুড় আজ অস্থিরতা চলেছে। ইন্দিরা গান্ধীর সরকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলেছে। শ্রীমাইতি অভিযোগ করেন—এ রাজ্যেও বামফ্রন্ট সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলীকে খর্ব করে চলেছেন যদিও তারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলছেন। পরে এক জনসভায় আভা মাইতি বলেন—জনতার শাসনে দেশে জিনিষপত্রের দাম ছিল নাগালের মধ্যে, এখন তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এর মূলে বর্ত্তমান সরকারের অর্থ নৈতিক চালচলন দায়ী। শ্রীমতী মাইতি কংগ্রেস ই'র বিকল্প শক্ত হিসবে জনতা পার্টিকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। প্রকাশ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাধীন গুপ্ত। অন্যান্যদের মধ্যে ভাষণ দেন ধীলন সরকার, গণেন রায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সি পি আই'র আব্দার!

নিজস্ব সংবাদদাতা: ঢাল তলোয়ারহীন জঙ্গিপুর সি পি আই কমিটি একেবারে নিধিরাম সর্দার বনতে চাওয়ায় সি পি এম রীতিমত অসন্তুষ্ট। সি পি আই-এর আব্দার জঙ্গিপুর পুরসভায় তাদের জন্য ৬টি আসন ফ্রন্টকে ছেড়ে দিতে হবে। জঙ্গিপুর পুরসভায় আসন বণ্টন নিয়ে মঙ্গলবার ফ্রন্ট শরিক দলগুলির মধ্যে এক বৈঠক বসে। ঐ বৈঠকে সি পি আই-ও যোগ দেয়। জানা গেছে ঐ বৈঠকে ফঃ ব্লকের পক্ষ থেকে ৪টি আসন দাবী করা হয়। আর এস পি তাদের দাবীর কথা সরাসরি কিছু জানায়নি। বড় শরিক সি পি এম নেতারা বৈঠকে অন্যান্য শরিকদের কথা শুনে গেছেন মাত্র। কোনো মুখ খোলেন নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জঙ্গিপুর পুরসভায় মোট আসন সংখ্যা ১৫।

মুর্শিদাবাদ জেলা
লোক সংস্কৃতি উৎসব-৮১

সময়ঃ ২৬শে মার্চ থেকে ২৮শে মার্চ প্রতিদিন সন্ধ্যায়

স্থানঃ লালবাগ নবাব বাহাদুর বিদ্যালয়ের ফুটবল ময়দান

অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি উৎসবকে সার্থক করে তুলুক

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

সংগঠক শিক্ষকরা বঞ্চিত

সাগরদীঘি, ১৮ মার্চ—ডাঙরাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনজন সংগঠক শিক্ষককে বঞ্চিত করে জেলা স্কুল বোর্ড সম্প্রতি চারজন বহিরাগত শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। অথচ সংগঠক শিক্ষকরা সাত বছর ধরে ওই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষকতা করছেন। এখন অনুমোদন দানের পর পোপাড়া, যোগপুর, মোরগ্রাম ও বালিয়ার চারজন শিক্ষককে বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হয়েছে সংগঠক শিক্ষকদের বঞ্চিত করে। তাঁরা এই নিয়োগের ব্যাপারে জেলা স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা রুজু করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক সংগঠক শিক্ষক সমিতি এই ধরনের নিয়োগের প্রতিবাদে গণ-আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

খাতাপত্র, পেন-কালির মেলা

পণ্ডিত ষ্টেশনারস

রঘুনাথগঞ্জ

১লা চৈত্র—১৫ই চৈত্র '৮৭

ধান ঃ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা অঞ্চলে এ পক্ষের মধ্যে আউশধান বোনার কাজ শেষ করুন। ঐ অঞ্চলের উপযোগী অধিকফলনশীল জাত ও সারের মাত্রা ইত্যাদি জানার জন্য আগের পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

বোরোধানের ক্ষেতে সময়মত দ্বিতীয়বার চাপান সার ও রোগ পোকা দমনের জন্য ব্যবস্থা নিন।

পাট ঃ এ পক্ষের মধ্যে নীচু জমিতে সোনালী জাতের তিতাপাট এবং অল্প বৃষ্টির এলাকায় চৈতালী জাতের মিঠাপাট বোনা শেষ করুন। এ ছাড়া সারা পক্ষ ধরেই মাঝারি জমিতে ঢাকাই জাতের তিতাপাট এবং মাঝারি উঁচু জমিতে বাসুদেব ও নবীন জাতের মিঠাপাট বুনতে পারেন। তিতাপাটের বীজ লাগবে একরে ২½-৩ কেজি এবং মিঠাপাটে বীজ লাগবে ১½-২ কেজি। প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৫ গ্রাম অর্গানো মার্কিউরাল কম্পাউণ্ড (এগ্রোসান জি. এন বা সেরেসান গুঁড়ো) বা ২ গ্রাম বাভিষ্টিন ৫০% মিশিয়ে বীজ শোধন করে বুনুন। ২০-২২½ সে. মি (৮" ৯") দূরত্বে সারিতে বীজ বুনুন। মাটি পরীক্ষা করিয়ে না থাকলে বেলে মাটি ছাড়া অন্যান্য জমিতে তিতাপাটে একরে ৭½-১২½ কেজি ফসফেট ও একই মাত্রায় পটাশ এবং মিঠাপাটে একরে ৫-৯ কেজি হারে ফসফেট ও একই হারে পটাশ দিয়ে জমি তৈরী করুন। বেলে মাটিতে উপরোক্ত ফসফট ও পটাশ ছাড়াও তিতাপাটে একরে ৫-৮ কেজি হারে মিঠাপাটে একরে ৩·৩৬ কেজি হারে নাইট্রোজেন দেবেন।

তিল ঃ মাঘ-ফাল্গুনে বোনা তিলের জমিতে বীজ বোনার ১ মাস পরে সেচ এলাকায় একরে ১০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিন। তার আগে বাড়তি চারা তুলে ফেলুন।

মুগ ঃ এ পক্ষেও মুগ বোনা চলবে। মুগের ভাল জাত, সারের পরিমাণ, বীজ শোধন ইত্যাদির জন্য আগের পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

শাক-সবজি ঃ ফাল্গুনে লাগানো বিভিন্ন গ্রীষ্মকালীন সবজির ক্ষেতে বীজ লাগানোর ৩৪ সপ্তাহ পরে গত পক্ষের জানানো মাত্রা অনুযায়ী প্রথমবার চাপান সার দিন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

Progressive/IGFEP-80/81

Tender Notice

ABRIDGED LIST OF WORKS

Sealed tenders are invited in WBF. No. 2911 (i) from Class-I of I. & W. Deptt. (Sl. No. 11 from Class II of I. & W. Deptt.) and bonafide outsiders for works on the right bank of river Ganga/Padma, detailed below, by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad. Estd. cost. Rs. Earnest money are :—

1. Repair works to spur No. N 1, N 2, L 2 & L 3 in Mouza Boira, Sekhalipur, Beel Bora Kopra Rs. 2, 44, 348/-Rs. 4, 887/-
2. Repair works for spur No. E 4, N 2 & D 1 at Brahmangram-Hazarpur reach Rs. 3, 14, 726/-, Rs. 6,295/-.
3. Repair-works for spur No. 8 at Brahmangram-Hazarpur reach Rs. 4,77,726/-, 9,555/-
4. Repair works to spur No. 1 at Kutubpur-Khandua reach, Rs. 1,97,300/-. Rs. 3,946/-
5. Repair and restoration to the submersible boulder bar No. E 9 at Brahmangram-Hazapur reach. Rs. 13,12,767/-, 6,275/-
6. Repair works to the d/s. of spur No. L 3 in Mouza Boira, Sekhalipur, Beel Bora-Kopra. Rs. 4,88,363/-, Rs. 9,767/-
7. Repairs and restoration to spur N 2 towards u/s. end at Durgapur reach Rs. 2,74,887/-, Rs. 5,498/-
8. Repairs and restoration in between spur No. 3 & 4 at Durgapur reach. Rs. 4,48,564/, Rs. 8,971/-
9. Repairs and restoration in between spur No. 3 & 4 at Durgapur reach Rs 6,20,546/-, Rs. 12,411/-
10. Repairs and restoration to the spurs No. 1,2,3 & 4 at Durgapur reach Rs 1,73, 753/-. Rs. 3,475/-
11. Repairs and restoration to the spurs No. N 1 & N 2 at Durgapur reach Rs. 97,343/-, Rs. 1,947/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from above office upto 4-00 P. M. in working days, Saturdays upto 1-00 P. M. Last date of application for purchasing tender form 7.4.81 upto 1-00 P. M Last date for receipt of tender form 9.4.81. upto 3-00 P. M.

Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.
Raghunathganj, Murshidabad.

শিক্ষাকে কোতল করার চেষ্টা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফলে প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে বহু ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মুরশিদাবাদের চিত্র অন্য জেলার তুলনায় আরও সঙ্গীন। সরকারী হিসেব মত ১৯৭৬-৭৭ সালে এ জেলায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৫৬৯টি। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,৮৪,৭০১ জন। চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষায় পাস করা ছাত্র ছিল ৪৭ হাজার। এর মধ্যে জেলার ৪৩৮টি মাধ্যমিক, জুনিয়ার ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ৪৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পেরেছিল। '৭৮-৭৯ তে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৬০৪-টিতে। বাড়ে ছাত্র সংখ্যাও। ২,৬৪,৪০৫ জন ছাত্রের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীতে পাস করে প্রায় ৬৬ হাজার ছাত্র। ঐ বছর মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৪৩৮ থেকে কমে দাঁড়ায় ৪০৫-এ। সেখানে স্থান পেয়েছিল প্রায় ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। বাকী ২৬ হাজার ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়ে মা সরস্বতীর পাঠ তুলে দিয়েছে। এ বছর অবস্থা আরও সঙ্গীন। সরকারী পরিসংখ্যানের সঠিক তালিকা এখনও মেলেনি। বেসরকারী সূত্রে পাওয়া হিসেবে এ বছর প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৯০০ তে। তদনুযায়ী ছাত্র বেড়ে ২,৯০ হাজারে গিয়ে ঠেকেছে। এবার প্রাথমিকের গণ্ডী পেরিয়েছে আনুমানিক প্রায় ৬৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। এই অবস্থায় মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে চারশোর কোঠায়। ফলে প্রায় ২৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবার পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারেনি। যারা ভর্তি হতে পেরেছে তাদের হয়রাণির একশেষ হতে হয়েছে। 'ঝোপ বুঝে কোপ মারার' চেষ্টা চালিয়ে দু'হাতে পয়সা আদায় করেছেন উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা। আদায় করা হচ্ছে মোটা অংকের দাঁও। ষাট জনের বেশী একটি শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি সরকারী মতে নিষিদ্ধ। এই বিধিনিষেধ একদিকে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের ভোগান্তি বাড়িয়েছে। অন্যদিকে অবৈতানিক স্কুলগুলোকে অলিখিত বেতন আদায়ের সুযোগ এনে দিয়েছে। শ্রীকান্তের মত অনেকের বাড়িতেই দু'বেলা যেখানে রান্না চাপে না সেখানে এক-কাঁড়ি টাকা ঢেলে দিগ্‌গজ হওয়ার বাসনা তাই এদের কাছে নির্বাসিত হয়েছে। খবর নিয়ে দেখেছি মুরশিদাবাদে বহু মাধ্যমিক স্কুল অনুমোদনের প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। শিক্ষা দপ্তরে তাদের হয়ে তদ্বির করার কেউ নেই। ফলে শিক্ষা দপ্তরের নজর নেই তাদের দিকে। একদিকে প্রাথমিক স্কুল ও শিক্ষকের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে অস্তিত্বহীন স্কুলে না গিয়েও বহু শিক্ষককে পুষতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ হচ্ছে, অন্যদিকে মাধ্যমিক স্কুল ও শিক্ষকে ঘাটতি প্রকট হচ্ছে। কয়েকটি মাধ্যমিক সুযোগ বুঝে ছাত্র ও অভিভাবকদের পকেট কাটছেন। শিক্ষামন্ত্রীর জেলাতেই চলছে শিক্ষাকে কোতল করার অভিনব প্রচেষ্টা। বামফ্রন্টের ভাষায় কায়েমী স্বার্থান্বেষী দের ষড়যন্ত্র।

গ্রামের খবর

মিরজাপুর : সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক স্পোর্টস এসোসিয়েশন আয়োজিত ও ব্লক যুব করণের সহায়তায় গনকর রবীন্দ্র সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত ভলিবল প্রতিযোগিতায় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব ষ্টেট সেটে জয়লাভ করে। এই প্রতিযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মোট বারটি দল অংশ গ্রহণ করে।

* *

সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক যুব করণের পরিচালনায়, লুথেরান ওয়ারলড সারভিসের সহযোগিতায় এবং নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় মিরজাপুর পুনর্বাসন কলোনীতে মেয়েদের জন্য ছ'মাসের সাইড ব্যাগ বোনার শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। উক্ত সংস্থা শিক্ষার্থীদের ভাতা দেবারও ব্যবস্থা করেছেন।

আমিও একদিন.....

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার (৫ম তল)

৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। আমোমিল, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম রুক্ষ রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ তায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

নেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য বিজারভ দেওয়া হয়)

চর্ম্মরোগ সারায়

ত্বক মসৃণ করে

চন্দ্র-মালতী

প্রস্তুতকারক—

জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ

রঘুনাথগঞ্জ (পঃ বঃ), পিন—৭৪২২২৫

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।